মাসিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তালিকা : সেপ্টেম্বর/২০২১

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
১।	০২ সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	-	৬	৬	রংপুরের কাউনিয়া উপজেলায় একটি রোডস এন্ড হাইওয়ে অফিস অবস্থিত । সেখানে রাস্তা মেরামতের জন্য অনেক ইট রাখা হয়েছে কিন্তু সেখানে দায়িত্বরত আরিফ হোসেন ও তার বাবা লুৎফর রহমান রাতের আধারে অনেক টাকার ইট চুরি করে বিক্রি করেছে আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার ইট ও তাছাড়া অফিসের ভিতরে রুমে থাকা ফ্যান বৈদ্যুতিক ও তার সহ আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার মালামাল রাতের আধারে চুরি করে বিক্রি করেছে। তারা বাবা ছেলে মিলে অফিসের ভেতরে ও রাস্তার দুপাশের বড় বড় ২০০ টির মতো গাছ রাতের অন্ধকারে বিক্রি করেছে ও এখনো করতেছে।আরিফ ও তার বাবা লুৎফর দুজনই মাদকাসক্ত এলাকায় তাদের অনেক প্রভাব । ভয়ে এলাকার লোকজন তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলে না তাই তারা নির্বিঘ্নে অপকর্ম চুরি সকারি সম্পদ লুট করে যাচ্ছে। আরিফ ও লুৎফরের বাসার সাথে বাড়ির কাছে তোরাফের বাসায় তল্লাশি করলে ৪০০০০ টাকার মত ইট পাওয়া যাবে। তাই দ্রুত তদন্ত করে আরিফ ও তার বাবার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হোক। তাছাড়া তারা তাদের চুরি চালিয়ে যাবে। (আই ডি নং-১০৩৫৪, রংপুর সড়ক বিভাগ।)	৫	১	-	-	-	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ০৫/০৯/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ আপনাকে ধন্যবাদ, জনাব জামিনুর ইসলাম,কাউনিয়া,রংপুর এর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে উপ-বিভাগীয় প্রকোশলী,সড়ক উপ-বিভাগ-১,রংপুর ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট শাখা বৃক্ষপালন কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন অনুযায়ী আনুমানিক ২ (দুই) লক্ষ টাকার ইট ও অফিসে.ভিতরের রুমে থাকা বৈদ্যুতিক তারসহ আনুমানিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার মালামাল রাতের আধারে চুরি করে বিক্রি করা সহ অফিস চত্বর ও রাস্তার আশেপাশে আনুমানিক ২০০ টির মত গাছ রাতের আধারে বিক্রির অভিযোগের সত্যতা পাননি। তবে তিস্তা সাইট চত্বরে একটি মাঝারি আকৃতির জিগনি (জ্বালানী) গাছ পাওয়ার প্রেক্ষিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তার কাজে কর্মরত আরিফ হোসেন (কাজ নাই মজুরি নাই খন্ডকালীন নিয়োগকৃত) এতদবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে,গাছটি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল বিধায় গাছটি কেটে তিস্তা সাইট অফিস চত্বরে রেখেছিল মর্মে জানান। । গত ০৭/০৯/২০২১ তারিখ উপ-বিভাগীয় প্রকোশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কাউনিয়া থানার উপ-পরিদর্শক রেজাউল আকন্দসহ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আরিফ হোসেনের বাসায় আনুমানিক ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) ও তোরাফের বাসায় আনুমানিক ৪৫০০ (চার হাজার পাচশত) ইট পাওয়ার প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা উভয়ই তদন্তে উপস্থিত কর্মকর্তাদের ইট ক্রয়ের করার প্রমানক প্রদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ও অনুমতি ব্যতিরেকে উল্লিখিত ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ গাছ কর্তন করে অফিস চত্বরে রাখার প্রেক্ষিতে জনাব আরিফ হোসেনকে ইতোমধ্যে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত জবাব ০৫/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের GRS- এ আপলোড করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
২।	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১					কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডে roads and highways অফিসে এখানে দায়িত্বরত আরিফ ও তার পরিবার মিলে ইট, গাছ সহ মূল্যবান সরকারি মালামাল চুরি করতেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। প্রায় ৮-৯ লক্ষ সরকারি টাকা চুরি ও লুট করেছে তারা। তারা এলাকায় অনেক প্রভাবশালী তাই তাদের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ বা অভিযোগ করতে চায় না। এতে সওজেই তাদের চুরি ও লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তাকে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক। (আই ডি নং-১০৩৫৫, রংপুর সড়ক বিভাগ।)						সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ০৫/০৯/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ জনৈক ব্যাক্তি নুর ইসলাম,কাউনিয়া,রংপুর এর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে উপ-বিভাগীয় প্রকোশলী,সড়ক উপ-বিভাগ-১,রংপুর ও সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আরিফ ও তার পরিবার মিলে গাছসহ মূল্যবান মালামাল চুরি করা ও লুট করা সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা পাননি। তবে গত ০৭/০৯/২০২১ তারিখ উপ-বিভাগীয় প্রকোশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কাউনিয়া থানার উপ-পরিদর্শক রেজাউল আকন্দসহ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আরিফ হোসেনের বাসায় আনুমানিক ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) ও তোরাফের বাসায় আনুমানিক ৪৫০০ (চার হাজার পাচঁশত) ইট পাওয়ার প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা ইট ক্রয় করার প্রমাণ দেখান। উল্লেখ্য যে,তিস্তা সাইট চত্বরে একটি মাঝারি আকৃতির জিগনি (জ্বালানী) গাছ পাওয়ার প্রেক্ষিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তার কাজে কর্মরত আরিফ হোসেন এতদবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে,গাছটি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল বিধায় গাছটি কেটে তিস্তা সাইট অফিস চত্বরে রেখেছিল মর্মে জানান। এছাড়া প্রাথমিকভাবে তার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে আনীত প্রায় ৮-৯ লক্ষ সরকারী টাকা চুরি ও লুট সম্পর্কিত অভিযোগেরও সত্যতা পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত জবাব ০৫/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের GRS- এ আপলোড করা হয়েছে।
৩।	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১					সাহেবরামপুর ইউনিয়নের ০৫ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের মাঝে ৯০০ মিটারের একটা রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত দুই এলাকার মানুষজন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান কয়েকবার আশার বাণী শোনালেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। শোনাযায় এই রাস্তার টেন্ডার পাস করে চেয়ারম্যান নিজের এলাকার রাস্তা মেরামত করেন। (আই ডি নং-১০৪৩৪, মাদারীপুর সড়ক বিভাগ।)						সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ২০/০৯/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ উল্লেখিত ৯০০.০০ মিটার রাস্তা অত্র বিভাগের অধীনে না হওয়ায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ জনদূর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে এরকম কোন সড়ক মাদারীপুর সড়ক বিভাগের অধীন নাই।আপনাকে স্থানীয় সরকার বিভাগে/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সমস্যার বিষয়টি জানানোর অনুরোধ করা হল। প্রাপ্ত জবাব ২০/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের GRS- এ আপলোড করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
৪।	১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১					ঢাকা গাবতলির খুব কাছেই কাউন্দীয়া ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের প্রায় ৩ লক্ষ লোকের বসবাস। এটি ঢাকা ১৪ আসনের অধিভুক্ত। এই ইউনিয়নকে "কাউন্দিয়া দ্বীপ" বলা যায়। এর চতুর্দিক পানি আর পানি। এটি দ্বীপ হওয়াতে এখানে প্রশাসনের পদচারনা কম। মাত্র একটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে। এখানে মাদক সেবন অরাজকতা, অনুন্নত জীবন ব্যবস্থা, অসুস্থ ব্যক্তির অমানবিক কষ্ট, কোন হাসপাতাল নাই, কিছু স্থানিয় ব্যক্তির সিন্ডিকেট ব্যবসা আছে। তার নিজেরা বিচার সালিশ করে অসাধু উপায়ে। বাচ্চারা ভালো স্কুলে যেতে পারে না কারন নৌকা পারাপার বড় বাধা। নৌকা ঘাটের ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় কিছু লোক ব্রীজ চায় না। যদি পদ্মা সেতু হতে পারে তবে এই ব্রীজ নয় কেন? আমরা উন্নত জীবনের জন্য এখানে একটি মানবিক ব্রীজ চাই। (আই ডি নং-১০৪৫২, ঢাকা সড়ক বিভাগ।)						সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ১৪/০৯/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ ব্রীজটি যেখানে নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে উক্ত স্থানটি কাউন্দীয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা সড়ক বিভাগ কর্তৃক উক্ত স্থানে সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নেই। উক্ত স্থানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। আপনাকে স্থানীয় সরকার বিভাগে সমস্যার বিষয়টি জানানোর অনুরোধ করা হল। প্রাপ্ত জবাব ১৪/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের GRS- এ আপলোড করা হয়েছে।
৫।	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১					বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের ছোঁয়া সারা বাংলাদেশে হলে ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানায় তা পরিলক্ষিত হয়নি। এই থানার কাজিরহাট থেকে খাশেরহাট পর্যন্ত প্রধান একটি সড়ক বিগত ৩০ বছর আগে ইট বসানো হয়েছে। এখন ও ঠিক এখন ও ওই অবস্থায় রয়েছে। মাঝে মধ্যে শোনা যায় রাস্তাটি জন্য বাজেট পাশ হয়েছে। কিন্তু আবার নাকি কেটে নিয়ে গেছে। এই এলাকায় কোন গর্ভবতী নারী রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করতে পারে না। তাদেরকে নৌকায় করে নেয়া লাগে। এলাকার শিক্ষার্থীদের অনেক পথ পায়ে হেটে যেতে হয়। অত্র এলাকার ২০-৩০ হাজার মানুষের চরম ভোগান্তির কোন শেষ নেই। সব থেকে বেশি খারাপ অবস্থা কাজিরহাট থানার সামনে। অতএব, মহোদয়ের কাছে আমার আকুল আবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ছোঁয়া সব জায়গার মত যেন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থানায় পৌঁছায় এবং কাজিরহাট থানা থেকে খাশেরহাট বাজার পর্যন্ত প্রধান সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে অত্র এলাকার জনগনের ভোগান্তির শেষ করার জন্য মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি। (আই ডি নং-১০৪৮২, বরিশাল সড়ক বিভাগ।)						সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ২২/০৯/২০২১ তারিখে প্রাপ্ত জবাব নিম্নরূপঃ আপনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাজিরহাট থেকে খাশেরহাট পর্যন্ত সড়কটি বরিশাল সড়ক বিভাগ তথা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়।আপনাকে স্থানীয় সরকার বিভাগে/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরে সমস্যার বিষয়টি জানানোর অনুরোধ করা হল। প্রাপ্ত জবাব ২২/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের GRS- এ আপলোড করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মাস ও তারিখ	অভিযোগের সংখ্যা			মোট	অভিযোগের ধরণ	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				মন্তব্য
		পত্রযোগে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	অনলাইনে কার্যালয়ে প্রাপ্ত	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে				সওজ	বিআরটিএ	BRTC	DTCA	
৬।	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১					ধন্যবাদ বাংলাদেশ রোডস এন্ড হাইওয়ে। আমার অভিযোগ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এভাবেই নিরীহ মানুষের কথা গুলো গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে ভালোবাসা থাকেবে সারাজীবন। আমার অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে তাদের বাসায় যে ইট পাইছেন তা আপনাদের রোডস এন্ড হাইওয়ের ইট, কিন্তু তোরাফ ও তার ভাই লুৎফর ভাতিজা আরিফ ভাটা থেকে জাল রেন করেছে ইটের। এলাকায় গোপন তথ্যসূত্রে শোনা। তারা অনেক ধূর্ত ও অতি চালাক তাই তাদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বা নেওয়া হোক। সর্বশেষ বলতে চাই অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাদের। আপনাদের প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকবে সবসময়। (আই ডি নং-১০৫২১, রংপুর সড়ক বিভাগ।)						সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ের GRS-এ আপলোড করা হবে।
	মোট	-	-	৬	৬		৫	১	-	-	-	

(মুনমুন বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
তদন্ত বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস।

(মোঃ আমানিউল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
প্রশাসন ও সংস্থাপন
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ রেজাউল করিম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আবদুস সবুর)
প্রধান প্রকৌশলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও
ঢাকা-১২০৮।
☎ ০২-৮৮৭৯২৯৯
E-mail: cc@rhd.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.১৬.০০১.২০-৩১৪ তারিখঃ০৮/১০/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ/আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা এর স্মারক নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৮.১৭-৩২০ তাং ১৯-১০-২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে ওয়েবসাইট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) সংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অভিযোগ/আবেদন সমূহের গৃহীত ব্যবস্থার সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ-বর্ণনামতে- ৪(চার) পাতা।

৮/১০/২০২১
(মোঃ আবদুস সবুর)
প্রধান প্রকৌশলী

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। যুগ্ম সচিব (আইন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জিআরএস, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।